প্রথম আলো

তারিখ: 5 AUG 2017
পৃষ্ঠা: ৮ কলাম: ১

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আইন বিভাগের এক শিক্ষককে চাকরিচ্যুতির নোটিশের জের ধরে শুরু হওয়া ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন অব্যাহত আছে। গতকাল শুক্রবারও তাঁরা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন। শিক্ষার্থীরা পূর্বনির্ধারিত ক্লাস এবং পরীক্ষাও বর্জন করেছেন।

গত দুদিন বন্ধ থাকার পর শুক্রবার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। তবে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে জড়ো হলেও ক্লাস বা পরীক্ষা দিতে যাননি। আইন বিভাগের এক শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কমিটি তদন্ত করছে। তদন্ত চলাকালীন রেজিস্ট্রারকে তাঁর কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন তা করেনি। তাই আমরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করেছি।'

শিক্ষককে চাকরিচ্যুতির নোটিশের জের

আরেক শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা কোনো শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় যেতে মানা করিনি বা বাধা দিইনি। শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বর্জন করেছেন। কয়েকজন শিক্ষার্থী পরীক্ষার হলে গেলেও শিক্ষকেরা তাঁদের জানান, পরীক্ষা হবে না।' গতকাল কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের পাঁচটি পরীক্ষা, ক্লাস ও উপস্থাপনা ছিল।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সকাল সাড়ে সাতটা থেকে মহাখালীর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাসের সামনে ও পাশের সড়কে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনগুলোর সামনে শিক্ষার্থীরা জড়ো হন। রেজিস্ট্রারকে অব্যাহতি না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে জানান তাঁরা।

১ আগস্ট আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর নিরাপত্তাকর্মীদের বল প্রয়োগের অভিযোগের ব্যাপারে 'যৌন হয়রানি-বিষয়ক কমিটি'র কাছে লিখিত অভিযোগ দিতে বলে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা গত বৃহস্পতিবার রাতে ই-মেইলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাঁদের চারটি দাবি জানায়। দাবিগুলো হলো রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ শাহুল আফরোজ, সহকারী রেজিস্ট্রার মো. মাহি উদ্দিন ও সিনিয়র অফিসার জাবেদ রাসেলের পদত্যাগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ওপর লাঞ্ছনাকারী নিরাপত্তাকর্মীদের বিচার, চলমান সংকটে সবার সামনে উপাচার্যের ক্ষমা প্রার্থনা এবং শিক্ষার্থীদের দাবি মানার পর ফাইনাল পরীক্ষার সময়সূচি পুনর্নির্ধারণ করা।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, চুক্তিতে থাকা আইন বিভাগের শিক্ষক ফারহান উদ্দিন আহমেদকে গত ৩০ জুলাই মানবসম্পদ বিভাগ থেকে চাকরিচ্যুতির নোটিশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকৃতি জানালে রেজিস্ট্রার বিভাগের একাধিক কর্মকর্তা তাঁর আইডি কার্ড নিয়ে নেন, তাঁকে লাঞ্ছিত করেন। এরপর থেকেই মহাখালীতে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রধান ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করেন।